শেকসপিয়র
রচনা সমগ্র

ভাষান্তর
অজয় দাশগুপ্ত ও অরবিন্দ চক্রবর্তী

পুনশ্চ

ভূমিকা

আজ থেকে চারশো চল্লিশ বছর আগে বিশ্বখ্যাত নাট্যকার ও কবি উইলিয়ম শেকসপিয়ার অ্যাভন নদীর তীরে অবস্থিত স্ট্র্যাটফোর্ড গ্রামে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। শেকসপিয়রের শৈশব, লেখাপড়া, নানা বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনি প্রচলিত। এমনকি তাঁর পিতার জীবিকা সম্পর্কেও তেমন কোনো স্পষ্ট মত জানা নেই। পিতার নাম ছিল জন— তিনি যতদূর ধারণা কৃষিজীবী ছিলেন, মায়ের নাম মেরি। উইলিয়ম ছিলেন পিতামাতার প্রথম সন্তান।

জনশ্রুতি অনুযায়ী শেকসপিয়র বিদ্যার্জনে খুব বেশি সাফল্য লাভ করেননি। শোনা যায়, মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি গ্রামের পরিচিত, তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো এক মহিলাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। স্ত্রীর নাম ছিল অ্যানা হ্যাথওয়ে। বিয়ের ছমাস পরেই তাঁদের প্রথম সন্তান সুসানার জন্ম হয়। এর তিন বছর বাদে যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় — একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। শেকসপিয়র যাদের নামকরণ করেন হ্যামলেট ও জুডিথ। সংসারের অভাব-অনটন মেটাতে এরপর উইলিয়ম অর্থান্বেষণে গ্রাম ত্যাগ করে লন্ডনে উপনীত হন।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন নগরে 'দ্য থিয়েটার' নামে এক পেশাদার নাট্যদলে সামান্য এক চাকরি জোগাড় করলেন। এই দলে থাকাকালীন নিয়মিত মহলা দেখতে দেখতে দলের অভিনীত সব নাটকের সব চরিত্রের কথাবার্তা তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, ফলে কোনোদিন কোনো অভিনেতা না এলে তিনি সেই চরিত্রটি যথাযথ অভিনয় করে দিতেন। তাঁর কাজের নতুন এই ভূমিকায় সাফল্য দলের মধ্যে তাঁর প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলল।

নাটক করা ছাড়াও নাটকগুলির পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজও তাঁর উপর বর্তাল। নতুন এই কাজ করার সময় একটু একটু করে মনের মধ্যে নাটক রচনার প্রতি আগ্রহ জন্মলাভ করল। ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন মিলনান্তক নাটকের মতো একটি মৌলিক নাটক তাঁর মাথায় এল। প্রথম এই নাটকটির নাম হল 'দ্য কমেডি অব এররস্'।

এই নাটকটি মঞ্চসফল হয়। পরবর্তীকালে বিদেশি বহু ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'কমেডি অব এররস্' অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে সুন্দর একটি উপন্যাস রচনা করেন।

শেকসপিয়ারকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। পরপর বহু বিখ্যাত নাটক তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে এল। সবসুদ্ধ কমেডি ১৬, ট্রাজেডি ১১ ও ঐতিহাসিক ১০—মোট সাঁইত্রিশটি নাটক তিনি লেখেন। এই নাটকগুলির মধ্যে বহু নাটকই কালজয়ী হয়েছে, তা সকলেরই জানা। সফল নাট্যকার হিসেবেই শুধু নয় — পৃথিবীর মানুষ

শেকসপিয়রকে জানেন মহাকবি রূপেও। ১৫৯১ থেকে ১৫৯৬-এর মধ্যে তিনি ১৫৪টি সনেট রচনা করেন। যাঁর অনন্যসাধারণ মাধুর্য তাঁকে মহাকবিতে পরিগণিত করিয়েছে।

আজও বিশ্বের বিদগ্ধ মানুষ অবিস্মরণীয় এই প্রতিভার গবেষণা করে তাঁর সম্পর্কে নিত্যনতুন তথ্যের জোগান দিচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বেই মানুষের অন্তর্মনের যে দ্বন্দ্বকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা ভাবলে অবাক হতেই হয়।

১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের পরে তিনি লন্ডন ছেড়ে আবার তাঁর গ্রামে ফিরে আসেন। তখন তিনি অর্থশালী সফল ব্যক্তি। গ্রামে ফিরে অবশ্য দীর্ঘদিন তিনি বাঁচেননি। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল তিনি মাত্র ৫২ বছর বয়সে প্রয়াত হন। গ্রামের গির্জার লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সূচিপত্র

কমেডি ১১—২৪০

লাভস্ লেবার লস্ট ১৩
পেরিক্লিস, দ্য প্রিন্স অব টায়ার ১৬
দ্য টু জেন্টেলমেন অব ভেরোনা ৩৮
দ্য উইন্টার্স টেল ৫৮
এ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম ৭৩
দ্য কমেডি অব এরর্স্ ৮৭
মার্চেন্ট অব ভেনিস ১০০
অলস্ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল ১৪৩
মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং ১৪৮
অ্যাজ ইউ লাইক ইট ১৫২
দ্য মেরি ওয়াইভস্ অব উইন্ডসর ১৬৬
মেজার ফর মেজার ১৬৯
সিমবেলিন ১৭৫
দ্য টেমিং অব দ্য শ্রু ১৮৬
দ্য টেম্পেস্ট ১৯৯
টুয়েলফথ্ নাইট ২৩০

ট্রাজেডি ২৪১—৩৮৪

টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস ২৪৩
রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট ২৪৭
হ্যামলেট, প্রিন্স অব ডেনমার্ক ২৬১
ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা ২৭২
কিং লিয়ার ২৭৫
ম্যাকবেথ ৩১১
জুলিয়াস সিজার ৩২৮
অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ৩৪২
কোরিওলেনাস ৩৫৯
টিমন অব্ এথেন্স ৩৬৬
ওথেলো, দি মুর অব্ ভেনিস ৩৭০

ঐতিহাসিক ৩৮৫—৫১৮

কিং জন ৩৮৭

কিং রিচার্ড, দ্য সেকেন্ড ৩৯৪

কিং হেনরি, দ্য ফোর্থ : ১ম পর্ব ৩৯৭

কিং হেনরি, দ্য ফোর্থ : ২য় পর্ব ৪১৫

কিং হেনরি, দ্য ফোর্থ : ফিফথ্ ৪৩২

কিং হেনরি, দ্য সিক্সথ্ : ১ম পর্ব ৪৫৭

কিং হেনরি, দ্য সিক্সথ্ : ২য় পর্ব ৪৭৯

কিং হেনরি, দ্য সিক্সথ্ : ৩য় পর্ব ৪৯৯

কিং রিচার্ড, দ্য থার্ড ৫১৭

কিং হেনরি দ্য এইটথ ৫২১

অন্যান্য ৫২৩—৫৪২

ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস ৫২৫

দ্য রেপ অব লুক্রেশি ৫২৮

এ লাভার্স কনপ্লেইন্ট ৫৩০

দ্য প্যাসিওনেট পিলগ্রিম ৫৩৩

দ্য ফিনিক্স অ্যান্ড টার্টল ৫৪০

সনেট ৫৪৩—৬২৪

কমেডি

লাভস্ লেবার লস্ট

ফার্দিনান্ড ছিলেন নাভারের রাজা। তিনি ও তার ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধু লর্ড বিরাউন, লর্ড লঙ্গাভিল আর লর্ড ডুমেন—এরা সবাই অবিবাহিত।

তিন বন্ধুর সাথে একদিন বিকেলে বেড়ানোর সময় তাদের উদ্দেশ্য করে রাজা ফার্দিনান্ড বললেন, 'দ্যাখ মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষ চায় এ জীবনে বেঁচে থাকার সময় সে যা সাহস আর বীরত্ব দেখিয়েছে, মৃত্যুর পরও যেন সবাই তা মনে রাখে। তোমরা সবাই আমার কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে তিনবছর আমার কাছে থেকে বিধিনিষেধ মেনে বিদ্যার্জন করবে। আর যে ওসব বিধি-নিষেধ ভাঙবে, তাকে নিজের সম্মান নিজেই বিসর্জন দিতে হবে।'

হেসে লঙ্গাভিল বলল, 'আমি আমার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর মোটে তো তিনটে বছর। লিখিত শর্ত অনুযায়ী বললে হয়তো আমার দৈহিক পরিশ্রম বাড়বে, তবুও শান্তিতে থাকতে পারব আমি।'

ডুমেন ছিল একজন দার্শনিক। সে বলল সারাজীবন দর্শনের চর্চা করেই কাটিয়ে দেবে। অনায়াসেই সে তিনবছর কাটিয়ে দিতে পারবে।

বিরাউন বলল, রাজার দেওয়া শর্তগুলোর সাথে সে আরও কিছু যোগ করতে চায়। সেগুলি হল, এই তিন বছর সময়ের মাঝে কেউ নারীর মুখ দেখবে না, দিনে-রাতে এক-বারের বেশি কেউ আহার করবে না আর সপ্তাহে অন্তত একদিন উপোস করবে। তিনঘণ্টার বেশি ঘুমনো চলবে না। রাতে আর দিনের বেলা বিশ্রামের নামে ঘুমনোও চলবে না। রাজা ফার্দিনান্ড সানন্দে মেনে নিলেন এই শর্তগুলি।

একদিন ফ্রান্সের রাজার পারিষদ লর্ড বয়েত অন্য দুজন পারিষদসহ প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন রাজকুমারীর সাথে। সে সময় রাজকুমারীর তিন সহচরী রোজালিন, মারিয়া আর ক্যাথারিনও ছিল সেখানে।

লর্ড বয়েত বললেন, 'মাননীয়া রাজকুমারী! আপনি মনে রাখবেন নাভারের রাজার সাথে অ্যাকুইতেন হস্তান্তর সম্পর্কিত জরুরি কথাবার্তা বলতেই আপনি এখানে এসেছেন।'

রাজকুমারী বললেন, 'আপনি হয়তো জানেন না লর্ড বয়েত, আগামী তিনবছর রাজা ফার্দিনান্ড শুধু লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। এ সময়ে তিনি কোনও নারীর মুখদর্শন করবেন না। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এ বিষয়ে তাঁর মতামতটুকু জেনে নেবেন। আচ্ছা আপনি বলতে পারেন এসব আইন কাদের তৈরি?' জানতে চাইলেন রাজকুমারী।

'ওই যে নাভারের তিন লর্ড!' বললেন বয়েত, 'লঙ্গাভিল, ডুমেন আর বিরাউন — ওঁরাই এসব বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করেছেন। আর রাজা ফার্দিনান্ড কোনও আপত্তি না জানিয়ে মেনে নিয়েছেন সে সব।'

রাজা ফার্দিনান্ড শুনলেন ফরাসি রাজকুমারী তাঁর সাথে দেখা করতে চান। সে কথায় ফার্দিনান্ড নিজেই এলেন রাজকুমারীর সাথে দেখা করতে। রাজার ব্রত যাতে ভঙ্গ না হয় সেজন্য রাজকুমারী আর তাঁর তিন সহচরী আগেভাগেই নিজেদের মুখে মুখোশ এঁটে নিলেন যাতে তাদের নারী বলে বোঝা না যায়।

ফরাসি রাজকুমারীকে অভিবাদন জানিয়ে রাজা ফার্দিনান্ড এসে বসলেন তার মুখোমুখি। তাকে পাল্টা অভিবাদন জানিয়ে রাজকুমারী শুরু করলেন কাজের কথা। ফরাসি রাজকুমারীকে অ্যাকুইতেন প্রদেশ ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলে বিদায় নিলেন রাজা ফার্দিনান্ড। এবার এগিয়ে এসে রাজকুমারীর সহচরী রোজালিন আর ক্যাথারিনের সাথে যেচে আলাপ করলেন রাজা ফার্দিনান্ডের অন্যতম বন্ধু লর্ড বিরাউন। তিনি চলে যাবার পর রাজকুমারীর আর এক সহচরী মারিয়া তাকে উল্লেখ করলেন বিকারগ্রস্ত বলে।

একদিন ফরাসি রাজকুমারী তার তিন সহচরীর সাথে শিকারে বেরিয়েছেন, এমন সময় লর্ড বিরাউনের বিদূষক কস্টার্ড এসে তার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলল তার প্রভু এই চিঠিটা রোজালিনকে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন, মুখ আঁটা খামটা রাজকুমারী তার হাত থেকে নিলেন। খামটা খুলে চিঠি পড়ে দেখলেন রাজকুমারী। সেটা একটা প্রেমপত্র— জনৈক ডন আড্রিয়ানা আর্মাডো একটা প্রেমপত্র লিখেছে জ্যাকুইনেতা নামে এক গ্রাম্য বালিকাকে। প্রেমপত্র পড়ে তার ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন রাজকুমারী। তিনি আবেগের সাথে সেটায় চুমো দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি চিঠিটা ফিরিয়ে দিলেন রোজালিনকে।

এদিকে তিন বন্ধুর কারও জানতে বাকি নেই ফরাসি রাজকন্যার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন রাজা ফার্দিনান্ড। একইভাবে তারাও অস্থির হয়ে উঠেছেন রাজকুমারীর তিন সহচরীকে প্রেম নিবেদন করার জন্য। হাতে লেখা চিঠি নিয়ে তারা হন্যে হয়ে বনের মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রেয়সীদের। একসময় তারা নিজেরাই ধরা পড়ে গেলেন ফার্দিনান্ডের হাতে। তাঁরা তিনজনেই যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন সে কথা স্বীকার করলেন তাঁরা। সেই সাথে তিন লর্ড এও স্বীকার করলেন যে নারীর মুখ না দেখা, সপ্তাহে একদিন উপোস করা এসব উদ্ভট বিধি-নিষেধ আরোপ করে তারা প্রতারণা করেছেন যৌবনের সাথে। তাদের সাথে রাজাও একবাক্যে স্বীকার করলেন নারীই পুরুষের প্রেরণাদাত্রী, নারীই এনে দেয় পুরুষের পৌরুষত্ব। এবার ফরাসি রাজকুমারী ও তার তিন সহচরীর মন জয় করতে তাদের রাশি রাশি দামি উপহার পাঠাতে লাগলেন ফার্দিনান্ড ও তার তিন লর্ড। কিন্তু রাজকুমারী ও তার তিন সহচরী একে নিছক মজা বলেই ধরে নিলেন। অনন্যোপায় হয়ে রাজা ফার্দিনান্ড ও তার তিন লর্ড সরাসরি প্রেম নিবেদন করে বসলেন ফরাসি রাজকুমারী ও তার তিন সহচরীকে। রাজকুমারী বললেন, নিজের শপথ ভেঙে রাজা যে অন্যায় করেছেন সে জন্য তিনি তার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন। তিনি ফার্দিনান্ডকে বললেন বনে গিয়ে একটানা বারো মাস কঠোর তপস্যা করতে। বারো মাস তপস্বী জীবন যাপন করার পরও যদি তার প্রেমের অনুভূতি বজায় থাকে, তাহলে তিনি যেন ফিরে এসে তাকে নতুনভাবে প্রেম নিবেদন করেন। রাজকুমারী কথা দিলেন তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে গ্রহণ করবেন। রাজকুমারী আরও বললেন ইতিমধ্যে তার বাবা মারা গিয়েছেন। এই বারোমাস তিনি এক নির্জন ঘরে নিজেকে আটকিয়ে রেখে পিতৃশোক পালন করবেন।

রাজা ফার্দিনান্ড বললেন রাজকুমারীর নির্দেশ পালন করতে তাঁর অবশ্যই কষ্ট হবে, তবুও তিনি যে তার প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে কথা মনে রেখে এ কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারবেন।

তিন লর্ডের প্রেমের আহ্বানে রাজকুমারীর তিন সহচরীও অনুরূপ শর্ত আরোপ করলেন। রোজালিন লর্ড বিরাউনকে বললেন তিনি যদি একবছর আর্তের সেবায় কাটিয়ে দিতে পারেন তাহলে তিনি লর্ড বিরাউনকে গ্রহণ করতে রাজি আছেন।

ক্যাথারিন লর্ড ডুমেনকে বললেন তিনি যদি বারোমাসের মধ্যে সুন্দর স্বাস্থ্য, সততা আর একমুখ দাড়ি—এই তিনটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেন তাহলে তিনি তাকে গ্রহণ করতে রাজি আছেন।

মারিয়া অবশ্য অন্যদের মতো লর্ড লঙ্গাভিলের উপর কোনও শর্ত আরোপ না করে বললেন, রাজকুমারীর সহচরী হিসেবে তাকেও একবছর কালো পোশাক পরে থাকতে হবে। একবছর পর তিনি কালো পোশাক ত্যাগ করে লর্ড লঙ্গাভিলকে গ্রহণ করবেন।

রাজকুমারী তার সহচরীদের সাথে বিদায় নেবার সময় লর্ড বিরাউন তাদের বললেন, এক বছর সময় খুব কম না হলে পরে সেটা মিলনাত্মক হবে এই আশায়, তাঁরা হাসিমুখেই কাটিয়ে দেবেন সে সময়টা।

রাজকুমারী ও তার তিন সহচরী এবং রাজা ফার্দিনান্ড ও তার তিন লর্ড — সবাই পরস্পরের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

পেরিক্লিস, দ্য প্রিন্স অব টায়ার

চারদিক দিয়ে সারি সারি পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটি রাজ্য —নাম অ্যান্টিওক। সে দেশের রাজার নাম অ্যান্টিওকাস। রাজা ঠিক করেছেন তার রূপসি মেয়ের বিয়ে দেবেন। সেই অপরূপা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর থেকে রাজা আর রাজপুত্ররা এসে সমবেত হয়েছেন অ্যান্টিওকে। এখানে এসেই তারা শুনলেন বিয়ের এক অদ্ভুত শর্তের কথা। শর্তটা এই — যে রাজকন্যার ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে পারবে, রাজকন্যা তাকেই বিয়ে করবেন। আর ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পারলে মৃত্যুদণ্ড হবে। রাজকন্যাকে বিয়ে করতে এ যাবত কত না রাজা ও রাজপুত্র এসেছে তার ঠিক নেই। তবে ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পেরে তারা কেউ আর প্রাণে বাঁচেনি।

এবার টায়ারের রাজা পেরিক্লিস এলেন রাজা অ্যান্টিওকের সেই অসামান্যা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে। রাজকুমারীর ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে — সে কথা নিজমুখে তাকে বলে দিলেন রাজা অ্যান্টিওকাস। মৃত্যুতে ভয় নেই পেরিক্লিসের। তাই এই ভয়ানক শর্তের কথা শুনেও তিনি রাজি হলেন সরাসরি রাজকন্যার সাথে দেখা করতে। এরপর অ্যান্টিওকাসের আর বলার কিছুই রইল না। তাঁর আদেশে অন্দরমহলের প্রহরীরা রাজকুমারীকে নিয়ে এসে হাজির করল পেরিক্লিসের সামনে। রাজকন্যার এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। রক্ত-মাংসে গড়া কোনও মেয়ে যে এত সুন্দরী হতে পারে তা জানতেন না তিনি। জীবনে এরূপ সৌন্দর্যবতী যুবতির মুখোমুখি হননি তিনি।

রাজকুমারীর একজন সহচরী বললেন, 'মহারাজ! এবার আমাদের রাজকুমারী আপনাকে একটি ধাঁধা বলবেন তার সঠিক জবাব দিতে হবে আপনাকে। জবাব সঠিক না হলে তার পরিণতি অবশ্যই আপনারা জানা আছে। প্রহরীরা আপনাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে আর জল্লাদ এককোপে আপনার মুণ্ডুটা কেটে ফেলবে। এবার বলুন আপনি কি ধাঁধা শুনতে রাজি আছেন?'

পেরিক্লিস বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না বারবার একই শর্তের কথা বলে লাভ কি। তোমাদের রাজকুমারীকে বল ধাঁধাটা শুনিয়ে দিতে।'

রাজকুমারী ধাঁধাটি শুনিয়ে দিলেন। মাথা খাটিয়ে বুদ্ধিমান পেরিক্লিস তার অর্থ ঠিকই বের করলেন তবে তা এতই নোংরা যে কথায় তা প্রকাশ করা যায় না। ধাঁধার সঠিক অর্থ হল অ্যান্টিওকাস তার সুন্দরী মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। পেরিক্লিসের বুঝতে বাকি রইল না এই রূপসী রাজকন্যা আসলে এক ব্যভিচারিণী নারী।

ধাঁধার সঠিক জবাব পেরিক্লিস বুঝতে পেরেছেন জেনে রাজা অ্যান্টিওকাস ভয় পেয়ে গেলেন। বাবা-মেয়ের কুকর্মের কথা জেনে পেরিক্লিস তার মেয়েকে বিয়ে করা তো দূরের কথা, উলটে সবাইকে জানিয়ে দেবেন তার চরিত্রহীনতার কথা। এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ অ্যান্টিওকাস। ধাঁধার সঠিক অর্থ খুঁজে বের করার পর তার বেঁচে থাকাটা যে রাজার কাছে বিপজ্জনক, সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন পেরিক্লিস। তাই রাজা কিছু টের পাবার আগেই তিনি অ্যান্টিওক ছেড়ে পালিয়ে

এলেন নিজ রাজ্য টায়ারে। পেরিক্লিসের পালিয়ে যাবার খবর শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন অ্যান্টিওকাস। তিনি স্থির করলেন পেরিক্লিস কোনও কিছু রটিয়ে দেবার আগেই তিনি তাকে হত্যা করবেন। অ্যান্টিওকাস তার সভাসদ থেলিয়ার্ডকে ডেকে বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনি টায়ারে চলে যান। সেখানে গিয়ে সবার অগোচরে বিষপ্রয়োগে হত্যার ব্যবস্থা করুন পেরিক্লিসকে। সঠিক ভাবে কাজটা না করতে পারলে আপনিও বাঁচবেন না। দেশে ফিরে এলেই আপনার শিরশ্ছেদ করা হবে।'

প্রাণ নিয়ে অ্যান্টিওকাসের রাজ্য থেকে ফিরে এলেও শান্তি নেই পেরিক্লিসের মনে। কারণ অ্যান্টিওক থেকে টায়ার অনেক ছোটো রাজ্য। ইচ্ছে করলেই সেখানকার রাজা যে কোনও সময় তার বিশাল বাহিনী নিয়ে টায়ার আক্রমণ করতে পারেন। পেরিক্লিস জানেন সেরূপ কিছু ঘটলে তিনি তার দেশ ও প্রজাদের রক্ষা করতে পারবেন না — কারণ তার এমন সৈন্যবাহিনী নেই যা অ্যান্টিওকাসের আক্রমণ ঠেকাতে পারে। পেরিক্লিস তার প্রধান অমাত্য হেলিকেনাসকে আদেশ দিলেন, 'আপনি এখনই বন্দরে গিয়ে সেখানে সেনাবাহিনী নিয়োগ করুন। দূর থেকে কোনও যুদ্ধজাহাজের মাস্তুল দেখা গেলেই আমায় সংবাদ দেবেন। যাবার আগে সেনাপতিকে এখনই আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। রাজার নির্দেশ শুনে চমকে উঠলেন হেলিকেনাস। তিনি বুঝতে পারলেন কোনও কারণে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে রাজার মনে। আসল ব্যাপারটা কী তা জানার জন্য তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রাজার মুখের দিকে।

তা দেখে উত্তেজিত হয়ে পেরিক্লিস বললেন, 'কী ব্যাপার! আমার কথা শুনতে পাননি আপনি? বললাম সেনাপতিকে ডেকে আনুন। তা না করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি কি দেখছেন?'

হেলিকেনাস উত্তর দিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার একজন অনুগত অমাত্য। আমার কাজ রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। আমি লক্ষ করছি অ্যান্টিওক থেকে ফিরে আসার পর থেকে আপনি ভীষণ মানসিক অশান্তির মাঝে দিন কাটাচ্ছেন। মনে হচ্ছে কোনও কারণে আপনি ভয় পেয়েছেন —সর্বদাই একটা আতঙ্কের মাঝে সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। মহারাজ! আপনি যদি বিশ্বাস করে আমায় সব কথা খুলে বলেন, তাহলে অমি আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখব কীভাবে আপনাকে এই সংকট থেকে মুক্ত করা যায়।

হেলিকেনাসের কথায় ভরসা পেয়ে অ্যান্টিওকে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা তাকে খুলে বললেন রাজা। তিনি বললেন, 'অ্যান্টিওকাসের মধ্যে এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে নিজের মেয়ের সাথে তার ব্যভিচারের কথাটা আমি চারদিকে রটিয়ে দেব। আমি জানি চুপচাপ বসে থাকার লোক নন উনি। যে কোনওভাবেই হোক টায়ারে উনি আঘাত হানবেনই। বুঝলেন হেলিকেনাস, সে সব কথা ভেবেই ভয় পাচ্ছি আমি। এখন আপনিই বলুন আমি কি করব।'

'আপনি যা ভাবছেন তা মোটেই অযৌক্তিক নয় মহারাজ', বললেন হেলিকেনাস, 'টায়ার যদি উনি আক্রমণ নাও করেন তাহলেও তিনি একবার না একবার আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করবেন। আমার পরামর্শ যদি চান তাহলে বলি কি আপনি কিছুদিনের জন্য এ রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিন। আপনি এখানে নেই জানলে আপনার উপর অ্যান্টিওকাসের যে রাগ জমে আছে তা স্বাভাবিকভাবেই উবে যাবে। এমনও হতে পারে আপনার অনুপস্থিতিতে তার মতো অহংকারী রাজা মারা গেলেন। যাই হোক, আপনি যোগ্য লোকের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে